■সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধি' ৮৫

<u>সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধি' ৮৫</u>

- ১ম অংশ- সাধারণ-বিধি-১-২
- ২য় অংশ-শৃঙ্খলা-বিধি-৩-১৪

  বিধি-১৫ বিলুপ্ত
- ৩য় অংশ- আপিল- বিধি-১৬-২২
- ৪র্থ অংশ- পুনর্বিবেচনা ও সংশোধন-বিধি-২৩-২৪
- ৫ম অংশ-বিবিধ-বিধি-২৫-২৭

সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধি ১৯৮৫

৫টি অংশ এবং ২৭টি বিধি

প্রথম অংশ ঃ সাধারণ

- বিধি-১ - শিরোনাম ও কার্যকারিতা
- বিধি-২- সংজ্ঞা

দ্বিতীয় অংশ ঃ শৃঙ্খলা

- বিধি-৩- দন্ডের ভিত্তি
- বিধি-৪- দন্ডসমূহ
- বিধি-৫- নাশকতামূলক কাজের ক্ষেত্রে তদন্ত প্রক্রিয়া
- বিধি-৬- লঘুদন্ড আরোপের ক্ষেত্রে তদন্ত প্রক্রিয়া
- বিধি-৭- গুরুদন্ড আরোপের ক্ষেত্রে তদন্ত প্রক্রিয়া
- বিধি-৮- ব্যতিক্রমসমূহ
- বিধি-৯- শারীরিক অথবা মানসিক অক্ষমতার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য পরীক্ষার আদেশ দানের ক্ষমতা
- বিধি-১০ - তদন্তকারী কর্মকর্তার তদন্ত কার্য পরিচালনা পদ্ধতি
- বিধি-১১ - সাময়িক বরখাস্ত
- বিধি-১২ - বাধ্যতামূলক অবসরপ্রাপ্ত, অপসারিত অথবা চাকুরি হতে বরখাস্তকৃত সরকারী কর্মচারীর ক্ষতিপূরণ, পেনশন আনুতোষিক প্রদান সম্পর্কিত বিধান
- বিধি-১৩ -পুনর্বহাল
- বিধি-১৪ -স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট চাকরি ন্যস্ত কর্মচারীদের বিরুদ্ধে তদন্ত প্রক্রিয়া
- বিধি-১৫ - বিলুপ্ত

তৃতীয় অংশ ঃ আপীল

- বিধি-১৬ - রাষ্ট্রপতির আদেশ আপীলযোগ্য নয়
- বিধি-১৭ - আদেশের বিরুদ্ধে আপীল
- বিধি-১৮ - আপীল দায়েরের সময় সীমা
- বিধি-১৯ - আপীল দায়েরের পরম ও পদ্ধতি
- বিধি-২০ - আপীল আটক
- বিধি-২১ - আপীল প্রেরণ
- বিধি-২২ - আপীল নিষ্পত্তি

চতুর্থ অংশ ঃ পুনর্বিবেচনা ও সংশোধন

- **বিধি-২৩ - পুনর্বিবেচনা**
- **বিধি-২৪ - সংশোধন**

পঞ্চম অংশ ঃ বিবিধ

- বিধি-২৫ - আদালতে বিচারাধীন মামলা
- বিধি-২৬ - প্রাপ্য অধিকার ও সুযোগ সুবিধা
- বিধি-২৭ - বাতিলকরণ ও ব্যতিক্রমসমূহ ।

সংজ্ঞাসমূহ:

কর্তৃপক্ষ বলতে -

- নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ
- কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তা এবং
- নির্দেশনা ধাপে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ

ডিজারশন বলতে -

- বিনানুমতিতে চাকুরি ত্যাগ
- ৬০ দিন বা এর অধিককাল বিনানুমতিতে কর্ম হতে অনুপস্থিতি
- অনুমোদিত ছুটিতে গিয়ে অনুমোদিত ছুটিকালীন সময়ের চাইতে অতিরিক্ত আরও ৬০দিন বা ততোধিক দিন পুনঃ অনুমতি ব্যতিরেকে কাজে অনুপস্থিত থাকা
- বিনানুমতিতে দেশ ত্যাগপূর্বক বিদেশে ৩০ দিন বা ততোধিক দিন অবস্থান
- অনুমতিক্রমে দেশ ত্যাগপূর্বক অনুমোদিত সময়ের অতিরিক্ত আরও ৬০ দিন বা ততোধিক দিন বিদেশে অবস্থান

অসদাচরণ বলতে

- ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার আইনসঙ্গত আদেশ অমান্য
- কর্তব্যের চরম অবহেলা
- কোন আইনসঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে সরকারী আদেশ, বিজ্ঞপ্তি এবং নির্দেশনার প্রতি অবজ্ঞা এবং
- কোন কর্তৃপক্ষের নিকট কোন সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে নগ্ন, বিরক্তিকর, মিথ্যা এবং তুচ্ছ অভিযোগ সংবলিত দরখাস্ত পেশ করা।

দন্ডের ভিত্তি- বিধি ৩

- এ) অদক্ষতা
- বি) অসদাচরণ
- সি) ডিজারশন
- ডি) দুর্নীতিপরায়ন
- ই) নাশকতামূলক কাজ

দন্ডসমূহ - বিধি ৪

- লঘু দন্ড ও গুরু দন্ড
- লঘু দন্ড
- এ) তিরস্কার
- বি) নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পদোন্নতি বা বেতন বৃদ্ধি স্থগিতকরণ
- সি) নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত টাইম স্কেলে দক্ষতা সীমা অতিক্রম
- ডি) সরকারের আর্থিক ক্ষতির সমুদয় বা অংশ বিশেষ বেতন বা আনুতোষিক হতে আদায়করণ
- ই) টাইম স্কেলের নিম্নধাপে নামিয়ে দেয়া ।

৩. গুরু দন্ড

- এ) নিম্ন পদে বা টাইম স্কেলে নামিয়ে দেয়া
- বি) বাধ্যতামূলক অবসর দান
- সি) চাকুরি হতে অপসারণ
- ডি) চাকুরি হতে বরখাস্ত

বিধি-৪(৫) - অপরাধের জন্য প্রযোজ্য দন্ড

- এ) শারীরিক বা মানসিক অক্ষমতার কারণে অদক্ষতার জন্য তিরস্কার বা চাকুরি হতে বরখাস্ত ব্যতিত অন্য যে কোন দন্ড
- বি) অন্য যে কোন অদক্ষতার জন্য চাকুরি হতে বরখাস্ত ব্যতিত কোন দন্ড
- সি) অসদাচরণের জন্য যে কোন দন্ড
- ডি) ডিজারশনের জন্য যে কোন দন্ড
- ই) দুর্নীতি বা নাশকতামূলক কাজের জন্য নিম্নপদে বা টাইম স্কেলে নামিয়ে দেয়া ব্যতিত অন্য যে কোন গুরুদন্ড

অভিযোগ বিবরণী

- জনাব মোঃ ফজলুল হক, এমএলএসএস হিসেবে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ) তে উপ-পরিচালক (মূল্যায়ন) জনাব মোঃ মুস্তাঈন বিল্লাহ্ এর অফিসকক্ষে গত ২৬/৯/২০০২ তারিখে দায়িত্ব পালন করছিলেন। সেইদিন বেলা ১ টার সময় দাপ্তরিক প্রয়োজনে উপ-পরিচালক (মূল্যায়ন) পরিচালকের কক্ষে যান। যাওয়ার সময় তিনি জনাব মোঃ ফজলুল হককে তার অফিস কক্ষের সামনে দন্ডায়মান থাকার এবং পরিচালকের কক্ষ হতে ফিরে না আসা পর্যন্ত অন্যত্র না যাওয়ার মৌখিক নির্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু জনাব মোঃ ফজলুল উক্ত নির্দেশ মোতাবেক অফিস কক্ষের সামনে দন্ডায়মান না থেকে অন্যত্র চলে যান।
- ২। সেইদিন (২৬/৯/২০০২ তারিখ) বেলা সোয়া ১ টার সময় উপ-পরিচালক (মূল্যায়ন) তার অফিস কক্ষে এসে দেখেন তার টেলিফোন সেটটি চুরি হয়েছে এবং সে সময় জনাব মোঃ ফজলুল হককে অফিস কক্ষের সামনে দন্ডায়মান বা দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় পাওয়া যায়নি।
- ৩। এমএলএসএস জনাব মোঃ ফজলুল হক, উপ-পরিচালক (মূল্যায়ন) এর নির্দেশ মোতাবেক দায়িত্ব পালনে মনোযোগী হলে টেলিফোন সেটটি চুরি হতোনা। তিনি কর্তপক্ষের সুস্পস্ট এবং আইনসঙ্গত নির্দেশ অমান্য করেছেন এবং দায়িত্ব পালনে চরম অবহেলার পরিচয় দিয়েছেন। তাই জনাব মোঃ ফজলুল হক সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধি ১৯৮৫ এর ২ (এফ) বিধিতে বর্ণিত অসদাচরণের অপরাধ করেছেন।

অভিযোগনামা

- যেহেতু আপনি জনাব মোঃ ফজলুল হক, এমএলএসএস জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ) তে গত ২৬/৯/২০০২ তারিখ বেলা ১ টায় উপ-পরিচালক (মূল্যায়ন) জনাব মোঃ মুস্তাঈন বিল্লাহ্ এর অফিস কক্ষে দায়িত্ব পালন করছিলেন। সে সময় উপ-পরিচালক (মূল্যায়ন) দাপ্তরিক প্রয়োজনে পরিচালকের কক্ষে যান এবং যাওয়ার সময় তিনি পরিচালকের কক্ষ হতে ফিরে না আসা পর্যন্ত তার অফিস কক্ষের সামনে আপনাকে দন্ডায়মান থাকার এবং অন্যত্র না যাওয়ার মৌখিক নির্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু আপনি তার নির্দেশ মোতাবেক অফিস কক্ষের সামনে দন্ডায়মান না থেকে অন্যত্র চলে যান;
- যেহেতু আপনি জনাব মোঃ ফজলুল হক উপ-পরিচালক (মূল্যায়ন) এর নির্দেশ মোতাবেক অফিস কক্ষের সামনে দায়িত্ব পালন না করার কারণে পরিচালকের কক্ষ থেকে বেলা সোয়া একটায় ফিরে এসে তিনি দেখতে পান তার টেলিফোন সেটটি চুরি হয়েছে এবং
- যেহেতু আপনি জনাব মোঃ ফজলুল হক উপ-পরিচালক (মূল্যায়ন) এর সুস্পষ্ট ও আইনসঙ্গত নির্দেশ অমান্য করেছেন এবং দায়িত্ব পালনে চরম অবহেলার পরিচয় দিয়েছেন;
- সেহেতু আপনি জনাব মোঃ ফজলুল হক উল্লিখিত আচরণের মাধ্যমে চাকরির শৃঙ্খলার পরিপন্থী কাজ করেছেন এবং আপনার এই আচরণ সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধি ১৯৮৫ এর ২ (এফ) বিধি মোতাবেক অসদাচরণের সামিল।

- এমতাবস্থায়/অতএব, আপনি জনাব মোঃ ফজলুল হককে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধি ১৯৮৫ এর ৩ (বি) বিধি মোতাবেক ~~অসদাচরণের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হলো এবং আপনাকে এই~~ অভিযোগনামা প্রাপ্তির ১০ (দশ) কর্ম দিবসের মধ্যে লিখিত বক্তব্যের মাধ্যমে আত্মপক্ষ সমর্থনে এবং কেন আপনাকে সরকারী চাকরি হতে উল্লেখিত বিধির ৪(৩) ডি নং বিধি মোতাবেক বরখাস্ত করা হবে না বা উক্ত বিধি মোতাবেক অন্য কোন উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা হবে না সে মর্মে কারণ দর্শানোর জন্য নির্দেশ দেয়া হলো। আপনাকে আরও নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে যে, আপনি ব্যক্তিগত সাক্ষাতদান বা শুনানীদানে ইচ্ছুক কিনা বা এই বিভাগীয় মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থনে কোন সাক্ষ্য/সাক্ষী উপস্থাপন করতে চান কিনা তা আপনার লিখিত বক্তব্যে উল্লেখ করবেন।
- যে অভিযোগ বিবরণীর ভিত্তিতে এই অভিযোগনামা প্রস্তুত করা হয়েছে তার একটি অনুলিপি আপনার জ্ঞাতার্থে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হল।